যায়যায়দিন

তারিখ 16 FEB 2013
পৃষ্ঠা [illegible]

বিএম কলেজের দুই অধ্যক্ষকেই ওএসডি

বরিশাল অফিস

লাঞ্ছিত হয়েও শেষ রক্ষা হলো না বিএম কলেজের নতুন অধ্যক্ষ শংকর চন্দ্র দত্তের। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক আদেশে তাকে ওএসডি করে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে সংযুক্ত করা হয়েছে। একই পরিণতি বরণ করতে হয়েছে সাবেক অধ্যক্ষ ড. ননী গোপাল দাসকেও। তাকেও একই দপ্তরে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা করা হয়েছে। তাদের দুজনকেই ১৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে যোগদান করতে বলা হয়েছে। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে বৃহস্পতিবার জ্যেষ্ঠ সহকারী সচিব মো. নাসির উদ্দিন জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে এ আদেশের নোটিশ দেয়া হয়েছে।

এদিকে বৃহস্পতিবার কলা ভবন-১ ও ২ এবং বাণিজ্য ভবনের তালা খুলে সম্মান দ্বিতীয়বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের সিট পরিকল্পনা সেঁটেছে সংশ্লিষ্ট কমিটি। এ ব্যাপারে কলেজের উপাধ্যক্ষ ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কাজী নজরুল ইসলাম জানিয়েছেন, পরীক্ষা উপলক্ষে তালাবদ্ধ সব রুম খুলে দেবে আন্দোলনকারীরা।

উল্লেখ্য, গত ৩০ জানুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিএম কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ ড. ননী গোপাল দাসকে খুলনা বিএল কলেজের অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান এবং বানারিপাড়া চাখার সরকারি ফজলুল হক কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর শংকর চন্দ্র দত্তকে বিএম কলেজে বদলি করা হয়। এ ঘটনার পর সাবেক অধ্যক্ষকে বহাল রাখতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে কলেজের মেয়াদোত্তীর্ণ কর্মপরিষদের ভিপি মঈন তুষার এবং জিএস মাহিন সেরনিয়াবাতের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের একাংশ ক্যাম্পাসে আন্দোলন শুরু করে। শংকর চন্দ্র দত্ত কর্মস্থলে যোগদান করতে এসে আন্দোলনকারী ছাত্রলীগ ক্যাডারদের হামলার শিকার হন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সাবেক ও বর্তমান দুই অধ্যক্ষকেই ওএসডি করা হয়েছে বলে জানা গেছে।